ব্রজেন দাসের সহধর্মিনী ছন্দা দাসের সাথে ঘনিষ্ঠ কথোপকথন

আমাদের বিক্রমপুর

আমাদের বিক্রমপুরের পক্ষ থেকে ছুটে গিয়েছিলাম বিশ্ব সাঁতারু ব্রজেন দাসের সহধর্মিনীর কাছে, তাঁর সাথে দীর্ঘ কথাবার্তায় বেরিয়ে এসেছে অনেক অজানা না-বলা কথা, সুখ-দুঃখের স্মৃতি। তাঁরই সাতকাহন আমাদের পাঠকের উদ্দেশ্যে নিবদেন করছি।

❐ ব্রজেন দাসের বাল্যকাল, কৈশোর সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ?

❐ ব্রজেন দাস পাঁচ বছর বয়েস পর্যন্ত তাঁর নিজ গ্রাম কুচিয়ামোড়াতেই ছিলেন। এ গ্রামেই তার জন্ম। তখন তাঁর ডাক নাম ছিল 'লাডডু'। তাঁর খেলার বয়োজেষ্ঠ সাথী মানিকদার সাথে কিশোর বেলা কাটিয়েছেন গ্রামে। লাডডু নামেই তাকে ডাকতে শুনেছি। মানিকদা আমাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে যান। ব্রজেন দাসের নানা বাড়ি ছিল শ্রীনগর থানার শ্যামসিদ্ধি গ্রামে, মঠের কাছে।

ছোটবেলা বেশ ঘন ঘন নানা বাড়ি যেতেন। দুরন্ত ডানপিটে ব্রজেন দাসকে হঠাৎ হারিয়ে যেতেন, শুনেছি কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। অবশেষে পাওয়া যেতো ধলেশ্বরীর জলে সাঁতার কাটছে কলাগাছ নিয়ে। ভেসে যাচ্ছে হাঁসের মতো মনে একটুও ভয় নেই। এরপর ঢাকায় ফরাশগঞ্জে থাকতেন এবং তখন তার সাথী হলো বুড়িগঙ্গা। ফরাশগঞ্জ এ. কে. এল. জুবিলী স্কুলে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। উনি কখনো মিথ্যে কথা বলতেন না। আমি যা জানতাম উনি ছোটবেলা থেকেই খুব ধার্মিক ছিলেন। কখনো স্কুলের স্যারেরা পড়া না তৈরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে অকপটে বলতেন সাঁতার কেটেছি। তো তাই পড়া তৈরী করতে পারিনি। অবশ্য পড়াশুনায় যদিও তেমন ভাল ছাত্র ছিলেন না, তবে যা শিখতেন ভালো ভাবেই শিখতেন।

❐ আমাদের এলাকা বিক্রমপুর সম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন ছিল ?

❐ ব্রজেন দাস বিক্রমপুরের লোকদের এবং বিশেষ করে নিজ জন্মভূমিকে খুব ভালবাসতেন। বিক্রমপুরের মানুষের কোন উপকারের উৎস পেলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন। যদিও তিনি ঢাকা-বিক্রমপুর খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিক্রমপুরে যেতেন না। থাকতেন ঢাকাতেই। তবে কলিকাতা বেশী দিন থাকতে চাইতেন না। ১৫ দিন হলেই ঢাকা আসার জন্যে অস্থির হয়ে যেতেন। বিক্রমপুরের জনগণও তাঁকে ভালবাসতেন। তাঁকে তারা কয়েকবার আনুষ্ঠানিকভাবে রিসিপশান দিয়েছে। কোন আনুষ্ঠানিক কাজে মাঝে মাঝে বিক্রমপুর যেতেন।

গত বছর টিভি প্রোগ্রাম তৈরীর সময় সিরাজদিখানে ও নিজ বাড়িতে গেছেন। এটাই ছিল তার জীবনে শেষ বিক্রমপুর ভ্রমণ।

❐ উনি যে দেশের মাটি ও মানুষকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন এটা কিভাবে প্রকাশ ঘটতো ? আপনি কি করে বুঝতেন ?

❐ মা, মাতৃভূমি ও মানুষ এ তিনেই ব্রজেন দাস মিশে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক লোভনীয় প্রস্তাব উপেক্ষা করেও আমাকে নিয়ে ঢাকায় থেকেছেন। শুনেছি জওহরলাল নেহেরু প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বেশ লোভনীয় ছিল সে প্রস্তাব। দিল্লীতে সাঁতার স্টেডিয়াম করে দেবেন। বাড়ি দেবেন। সেখানে তার কাজ হবে শুধু পরিচালকের, সাঁতার শেখাবেন প্রতিভায় ভাস্বর ভবিষ্যৎ সাঁতারুদের। আমাকে দুঃখ করে একদিন বলেছিলেন পাকিস্তানের আজম খানও আমাকে অনুরূপ প্রস্তাব দিয়েছিল, রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে রেখে দেবার। সেখানে সুইমিং পুল হবে আন্তর্জাতিক মানের এবং বাড়ী গাড়ী সবই পাওয়া যেত। কিন্তু সেটা পশ্চিম পাকিস্তানে বলে সেখানে গেলেন না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেন দেশে।

❐ এবার একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। আপনাদের কোথায় বিয়ে হয় ? আপনি কি কখনো বিক্রমপুরে থেকেছেন ? সন্তানেরা কে কি করেন ?

❐ ১৯৬৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের বিয়ে হয়। পছন্দের বিয়ে। বিয়ের পর আমি বিক্রমপুরে দুই বার মাত্র গেছি। কিন্তু রাতে থাকি নাই। আমি ছন্দা দাস কলিকাতা তিন নম্বর আলবার্ট রোডে থাকি। আমাদের দুই সন্তান। বড় মেয়ে সংগীতা পাল ও ছেলে সমজিত দাস (বি.এ.) মেয়ের বিয়ে হয়েছে স্বামী ড. সঞ্জয় পাল, ময়মনসিংহের ছেলে কলকাতা থাকেন। গবেষণার বিষয় হিউমেন জেনেটিক্স। সমজিত দাস সভার B.K.S.P. তে অধ্যয়ন করেছেন। খেলাধূলার পাশাপাশি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং -এ পড়াশোনা করে। বর্তমানে ভারতের ভূপালে চাকরী করছেন।

❐ বিখ্যাত সাঁতারু হয়ে তাঁর দেখা গেছে সাধারণ জীবন যাপন করতো-ব্যাপার বলুনতো ? তাঁর সম্পদ বলতে কি কি আছে ? তাঁর শখই বা কি ছিলো ?

❐ তিনি আসলে চারপাশের মানুষের মধ্যে থেকেও একা ছিলেন। বড়ো নিঃসঙ্গ। শোষন, বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। মুখ ফুটে বলতে পারেননি। বার বার তাঁকে হোঁচট খতে হয়েছে কুটিল মানুষের কুটচালে। তাঁর আর্থিক দীনতা তাঁর ছিল নিত্যদিনের সাথী। একসময় ফরাশগঞ্জের যে আলিশান বাড়ী ছিল সে বাড়ী বিক্রি করে দিয়েছেন। '৭১ পর বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত মতিঝিলে ৮ কাঠা জায়গা এলোট দিয়েছিল। পার্শ্বে একজনের জায়গা ছিল সে প্রস্তাব করলো যে বেশী জায়গা হলে সে একটি সিনেমা হল তৈরী করতে পারে। চাপের মুখে ব্রজেন দাস রাজি হয়ে জায়গাটা পানির দামে তার কাছে বিক্রী করে দেয়। আজ সেই সিনেমা হলের নাম "মধুমিতা", দেশ স্বাধীনের পরে হাউশ বিল্ডিং হতে লোন নিয়েছিল। সুদসহ সে টাকা অনেক হয়েছে । পরে বাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে সে ঋণ কিছুটা পরিশোধ করেছেন। কিন্তু সে টাকা মওকুফ চাননি, নিজে জীবনে ঠকেছেন কিন্তু কারো কাছে মাথা নত করেননি। এমনিতে তিনি খুবই লাজুক স্বভাবের ছিলেন। কারো কাছে কিছু চাইতেন না, চাইতে পারতেন না। অথচ সহজেই নিজের জিনিস দিয়ে দিতেন। পিতার সিমেন্টের ব্যবসা ছিল। পর্যায়ক্রমে ছেলেও একই ব্যবসা দেখাশুনার দায়িত্বে চলে আসেন বিশ্ব সাঁতারু ব্রজেন দাস। তবে কিছুটা সৌখিন প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন ঢাকায় খুব একটা গাড়ী প্রচার হয়নি, তখন ষাটের দশকে ৫৯ মডেলের হিলম্যান গাড়ী নিয়ে আসলেন। এ নাম্বার দেখলেই মনে করতো সকলে ব্রজেন দাস এসেছেন। পোষাকে বেশ সমাজদার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

❐ একজন অসামান্য ক্রীড়াবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন সুস্থ্য ও সবল। হঠাৎ স্ট্রোক করে মারা যাবার হেতু কি ?

❐ '৮৪ তে প্রথম হার্ট স্ট্রোক হয়। তারপর আবার '৯০ তে ২য় স্ট্রোক হয়। ৯১তে ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয়। ইংলিশ চ্যানেল বিজয় কমিটির একটি রেকর্ড আছে ৬৫ বছর বয়সে কেউ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেনি। তাই তিনি সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে পারলেন না। তার ফলে মানসিক ও স্বাস্থ্যগতভাবে ভেতরে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। এ ধরণের হতাশা থেকেই আবারও হার্ট এট্রাক্ট হয় বলে চিকিৎসকেরা মন্তব্য করেছেন।